দামুড়হুদায় ভুট্টাগাছ মরে যাওয়ায় হতাশাগ্রস্থ কৃষকরা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কুমারীদহ গ্রামের মাঠে ভুট্টাগাছ মরে যাওয়াই হতাশ ভুট্টা চাষীরা। সরজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির।

গত কয়েক বছরের তুলনায় উপজেলায় এ বছর ভুট্টার চাষ অনেক বেশি হয়েছে। ভুট্টা বাংলাদেশের একটি অর্থকারী ফসল। অধিক লাভের আশায় উপজেলায় এবার ভুট্টার চাষ বেড়েছে। ভুট্টার বীজ রোপনের সাথে সাথে কৃষক বুনেছে তার স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন যেন হয়ে যাচ্ছে দুঃস্বপ্ন।

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কুমারীদহ মাঠে হঠাৎ ভুট্টা গাছ মারে যাচ্ছে। এতে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে ভুট্টা চাষীরা। মাঠের প্রায় ১০ থেকে ১২ বিঘা ভুট্টাগাছ মরেযাচ্ছে।

এ বিষয়ে কুমারীদহর কৃষক ইলিয়াস হোসাইন এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বেশ কিছুদিন আগে আমার জমিতে কয়েকটি গাছ মরতে দেখা গিয়েছে। আমরা সাধারণভাবে ধারণা করি, গাছগুলো উইপোকায় মেরে দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। তারপরে দেখা যায় আমার ১৫ কাঠা জমির সম্পূর্ণ ভুট্টাগাছ ধীরে ধীরে মরে যায়। ভুট্টার এই মৌসুমে আমাদের এখানে গাছ মরে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখানে রোপন করা হয়েছিল, হাসান ৫৫, মন্ডল, পাইনিয়ার এর ৩৩৫৫ জাতের ভুট্টা।

তিনি আরো বলেন একই গ্রামের ইমান আলীর ১.৫ বিঘা, আব্দুস সাত্তার এর ১৫ কাঠা, মহাসিন এর ১৫ কাঠা, আরিফুল ১ বিঘা, জয়রামপুর হাজীপাড়া মুক্তির ১ বিঘা, আতর আলীর ১৫ কাঠা জমির ভুট্টা মারা গেছে। এছাড়াও অনেক জনের ভুট্টা গাছ ধীরে ধীরে মরতে শুরু করেছে। আনুমানিকভাবে বলা যায় ৮ থেকে ১০ বিঘা জমির ভুট্টাগাছ মরে গিয়েছে। এছাড়াও মাঠের অধিকাংশ জমির ভুট্টা মরতে শুরু করেছে।

এবিষয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির বলেন, আমি সরজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এমন ঘটনা বিরল। সাধারণত এই সমস্যা হয়েছে ছত্রাক থেকে গাছের গোরার শিকড় নষ্ট হয়ে যাই। জমিতে একই ফসল বারবার ফালানোর কারণে জমিতে ছত্রাকের পরিমাণ আধিকমাত্রায়

বৃদ্ধি পাই এবং তাতে ভুট্টা গাছের সহনশীলতার বাইরে চলে যাই,ফলে গাছ মারা যাই। বার বারবার একই ফসল ফলানোর কারণে অধিক মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় এর ফলেও সমস্যা হয় এবং ফসলে প্যাথেজিন থেকে যাই। মূলত নিউট্রিয়ানডিসেটেন্সি এবং প্যাথেজিন বিউটি পার্লার কারণেই এমন হয়।

তিনি আরো বলেন এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলব মাটির পরীক্ষা করব। মূলত আসলেই কি কারণে এমন হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা মাটি পরীক্ষা করলে বুঝা যাবে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া বর্তমান যে জমিগুলোতে ভুট্টা গাছ এখনো সুস্থ আছে এসব জমিতে ছত্রাক নাশক স্প্রে করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি।